Lecture 08

Art of Argumentative Writing

Argumentative Essay

একটি আদর্শ Argumentative Essay লেখার পদ্ধতি objective বা নৈর্বক্তিক হওয়া উচিত। অর্থাৎ, এতে ব্যক্তিবিশেষের 'ব্যক্তিগত' ধারণা প্রকাশিত হবে না। এই লেখাতে অতিরঞ্জিত বা আবেগতাড়িত কথার পরিবর্তে যুক্তি বা প্রমাণনির্ভর আলোচনা প্রতিফলিত হবে। অতএব, একটি ভালো argument essay লেখার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্মরণে রাখতে হবে:

- ✓ লেখার প্রসঙ্গ স্পষ্ট থাকতে হবে;
- ✓ লেখার সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বল বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে হবে;
- ✓ নিজের দাবি বা conclusion-এর পক্ষে যুক্তি, প্রমাণ ও নির্ভরযোগ্য উপাত্ত প্রদর্শন করতে হবে।

একটি Argumentative Essay সাধারণত ৪টি ধাপে লেখা হয়:

Step- 1

সূচনা (Introduction) / Or Thesis Statement:

এটা হচ্ছে essay এর প্রথম অংশ। এই অংশে প্রথমেই যে claim (দাবি) বা thesis (তর্কের বিষয়) থাকবে সেটা স্পষ্ট করতে হবে। এই অংশ খুবই সংক্ষিপ্ত হবে এবং এতে শুধু তর্কের বিষয় ও পরিণতি সম্পর্কে ছোট একটা ধারণা দেওয়া হবে। অর্থাৎ, পুরো লেখায় আপনি যে দাবি করবেন এবং অবশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন তার সংক্ষিপ্ত তথ্য থাকবে এই অংশে।

Step- 2

প্রধান অংশ (Body Paragraph) / Provide the grounds (evidence) for the claim:

সূচনা অংশে উপস্থাপিত দাবি বা তার্কের বিষয় এই অংশে বিস্তারিত আলোচিত হবে। আপনার argumentative essay-এর claim বা thesis-এর গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করবে এই অংশের উপর। এই অংশের উপাদান ও বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ✓ সাধারণত ৩ থেকে ৫ প্যারা এর মধ্যে শেষ করা উত্তম।
- ✓ এই অংশে কোনো claim এর পেছনে বিদ্যমান যুক্তি বা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়।
- ✓ প্রত্যেক প্যারা-তে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বা প্রেক্ষাপটে শক্তিশালী যুক্তি থাকা উচিত যাতে পাঠক সন্তুষ্ট হতে পারে।
- ✓ **এই অংশে সকল প্রামাণ্য তথ্য-উপাত্ত, যুক্তি, প্রেক্ষাপট, কারণ, উদাহরণ, পরিসংখ্যান, গবেষণালব্দ জ্ঞান, এবং ব্যক্তিবিশেষের উক্তিসমূহ তুলে ধরতে হবে যাতে পাঠককে সন্তুষ্ট করা সহজ হয়।**
- ✓ আলোচিত বিষয়ে যদি ইতোমধ্যে কোনো বিপরীত ধারণা প্রচলিত থাকে, তাহলে সেটা বর্জন করার পেছনে যুক্তি প্রদর্শন করতে হবে। এতে পাঠকের সন্তুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।
- ✓ মনে রাখতে হবে: যত বেশি যুক্তি ও স্ব-পক্ষীয় তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা সম্ভব হবে, আপনার লেখার গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা তত বৃদ্ধি পাবে এবং পরীক্ষায় আশানুরূপ নম্বর পাওয়া যাবে।
- ✓ চেষ্টা করবেন এই অংশে অন্তত ৩টা শক্তিশালী যুক্তি এবং একটা বিরোধ যুক্তি তুলে ধরার। বিরোধ যুক্তি তুলে ধরার পর সেটা বর্জন করার কারণ এবং ব্যখ্যাও তুলে ধরতে হবে।
- ✓ যুক্তি-তর্কের প্রতিটা অংশ আলোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন সেগুলো logical order অনুসরণ করে। যেমন- আপনার claim হলো 'মানুষ মরণশীল'। সেক্ষেত্রে আপনি যুক্তিসমূহ ধারাবাহিকভাবে একে-অপরে সঙ্গে
- ✓ link' করার মাধ্যমে এভাবে তুলে ধরতে পারেন: জীবের জীবন আছে > যার জীবন আছে তার মৃত্যুও আছে > মানুষ একজন জীব > মানুষেরও মৃত্যু আছে > অতএব মানুষ মরণশীল।

Step- 3

পাল্টা যুক্তি (Counterarguments):

এই অংশে আপনার উপস্থাপিত দাবি এবং এদের স্ব-পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন সত্ত্বেও বিরোধী পক্ষ কিছু পাল্টা যুক্তি তুলে ফেলতে পারে। সেগুলো অনুমানপূর্বক আপনি আগেই আপনার argumentative essay-তে উল্লেখ করুন। অর্থাৎ, আপনার সকল চেষ্টা সত্ত্বেও যেসব পাল্টা যুক্তি আসার সম্ভাবনা আছে সেগুলো আসার কারণসমূহ আলোচনা করুন। এছাড়া, আপনার এই লেখা এবং এতে উপস্থাপিত যুক্তিসমূহের সীমাবদ্ধতাসমূহ উল্লেখ করুন। এতে আপনার যুক্তিসূহের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে কেননা আপনি আগে থেকেই পাঠককে সচেতন করে রাখছেন।

Step- 4

উপসংহার (Conclusion) / Ending note:

এই অংশ সংক্ষেপে আপনার মূল দাবি এবং এর পক্ষের যুক্তিসমূহ স্মরণ করিয়ে দেবে। এখানে নতুন কোনো আলোচনা অন্তর্ভুক্ত না করে বরং কীভাবে পাঠককে শেষবারের মতো সম্মত করা যায় সেটা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে, আলোচিত বিভিন্ন যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির মধ্যতার সম্পর্ক হাইলাইট করা যেতে পারে। এছাড়াও, আলোচিত দাবিটি আপনার ব্যক্তিজীবনে কী প্রভাব ফেলেছে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। যদি সম্ভব হয়, তাহলে এমন কোনো আকর্ষণীয় বাক্য লিখে ইতি টানুন যা পাঠকের মনে একটি ছাপ রেখে যাবে।

অবশেষে স্মরণ রাখুন যে আপনার argumentative essay-এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত আলোচনাটাই আপনার মূল দাবি বা claim-এর ভিত্তিতে হবে। অতএব, মূল বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন আলোচনা পরিহার করুন।

Teachers' Work: Argumentative Writing

"Thanks to online education, the appeal of public library is reducing. So public libraries should be shutdown to save the unnecessary expenditure as people are not now so interested to go to public libraries to read books"- Do you agree or disagree?/ Write 'for' and 'against' of it.

Students' Work: Argumentative Writing

"Students who study abroad achieve greater success". Clear your viewpoint.

A. General Statement: Some people are more successful than others. A successful life can be built through proper learning. Learning differs from country to country. **B. Statement of Importance:** Nowadays many students think to study abroad with an aim to have better future, at the same time they stand down many aspects as social life, religious traditions, family gatherings and other. **C. Statement of Controversy:** It is debatable how a student can be more successful than another one. On one side, studying abroad brings a student to be independent to survive i.e. cook, clean, wash, study, work for man self, on the other side the student waives his family bond, celebrities, in other words social life with friends and colleagues. **D. Thesis Statement:** In my opinion, my future is my dream. Studying in an international university is considered the highest value of life and I can catch other targets at a later stage after building a strong infrastructure of my career.	(Introduction)
Opposing claim: **1.** Supporters agree that studying abroad enables the student to build a wider international contacts network through his frequent communication with international people. Objectors express that communication may be challenging due to language barrier in some countries. To study and live abroad, will oblige the student to learn the country national language to be able further to overcome the challenging learning nature, way to reach or receive/understand the info. **2.** Supporters argue that studying abroad enables a student to enjoy a new lifestyle which study-work life. During studying, student must fulfill certain no. of working hours through an internship in any sector, preferably in the same studying field. Critics claim that students may have the right to enjoy their teenager life. In fact, internship facilitates baring accommodation, utilities, insurance, food and other living costs. **3.** 97% of students who study abroad find employment within 12 months of graduation. Beyond college, students who study abroad will be better equipped to succeed in the workplace. Their broadened worldview will help them relate to their co-workers, especially in a worldwide organization. This increased scope of knowledge allows 25% of students who study abroad to receive higher starting salaries. That is clear evidence that their experiences and views are valued by employers. **Thesis support:** From my point of view, studying abroad enables students competitive work opportunities with promising job packages in multinational companies, which makes a student unique with a competitive advantage and at the same time guarantees a better career path during these days that are risky, as many people lost their jobs due to downsizing, minimizing production cost and other reasons.	(Body Paragraph)
In spite of all these benefits, some parents simply will not allow their children to study abroad. A portion will argue that it is not safe. Others will argue that studying abroad costs too much money. In these cases, it is important to take a look at one semester's financial aid statement. How much does it cost to be a student at a local university? When tuition, housing, textbooks, transportation, and meal plans are considered, it becomes difficult to argue that there's a stark difference in the cost of a semester at home versus a semester abroad.	(Counter-arguments)
A. Restatement of the Thesis Statement: Studying abroad gives credit to one's career path and future life. **B. Summary of Supporting Points:** Studying outside the resident country makes the student unique through gaining a new language and learning in an international university. **C. Statement of Warning**: There is nothing more precious in life than the future career path. So, to achieve greater success, one should not confine oneself into only resident country rather go abroad.	(Conclusion)

BIBM কর্তৃক গৃহিত সর্বশেষ ৬টি পরীক্ষার Argument Writing

01. Not parents, rather children should have the right to choose their career. [BB AD 2022]
02. Social media has enhanced human communication and trust. [BB Officer (General) 2022]
03. Father & Mother should allocate equal time for food preparation at home. [BB Offier (Cash) 2023]
04. **'Not consumers, manufacturers are mainly responsible for environmental pollution'.** [Combined Senior Officer (General)- 2023]
05. 'It is not Unethical to Acquire Exceptionally High Financial Assets.' [Combined Officer (General)- 2023]
06. Physical Health is more important than mental health. [Combined Offier (Cash) 2023

Teachers' Work: Argumentative Writing

01. The environment problems facing today's world are so great that there is little ordinary people can do to improve the situation. Government and large companies should be responsible for reducing the amount of damage being done to the environment. To what extent do you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

02. "Bangladesh's LDC Graduation is a boon or bane?"- Clear your viewpoint.

Students' Work: Argumentative Writing

***01.* 'Not consumers, manufacturers are mainly responsible for environmental pollution'** [Combined 9 Banks & 1 Financial Institutions (Senior Officer- General- 2023)]

Environmental pollution has emerged as a critical issue, threatening the planet's ecosystems and human health. The responsibility for this crisis often generates debate, with both consumers and manufacturers being cited as key contributors. However, a closer examination reveals that manufacturers bear the primary responsibility for environmental pollution due to their central role in production processes, resource extraction, and waste management.

(পরিবেশ দূষণ একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র এবং মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে। এই সংকটের জন্য কে দায়ী তা প্রায়শই বিতর্ক সৃষ্টি করে, যেখানে ভোক্তা এবং প্রস্তুতকারক উভয়কেই প্রধান অবদানকারী(দায়ী) হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তবে, ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উৎপাদন প্রক্রিয়া, সম্পদ আহরণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রীয় ভূমিকায় থাকার কারণে পরিবেশ দূষণের প্রধান দায়িত্ব প্রস্তুতকারকদের উপর বর্তায়।)

Firstly, the manufacturing industry is a major contributor to pollution through processes such as resource extraction, manufacturing operations, and waste disposal. Extraction of raw materials, such as fossil fuels and minerals, often involves environmentally destructive practices like deforestation, strip mining, and drilling, leading to habitat destruction and ecosystem degradation.

(প্রথমত, উৎপাদন শিল্প প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, উৎপাদন কার্যক্রম এবং বর্জ্য নিষ্পত্তির মতো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দূষণে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। কাঁচামাল যেমন জীবাশ্ম জ্বালানি এবং খনিজ আহরণ প্রায়ই বন উজাড়, খনন এবং ড্রিলিংয়ের মতো পরিবেশ বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত, যা বাসস্থান ধ্বংস এবং বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয়ের কারণ হয়।)

Moreover, manufacturing processes frequently involve the use of hazardous chemicals and the emission of pollutants such as greenhouse gases, toxic substances, and particulate matter. These emissions contribute to air, water, and soil pollution, posing serious health risks to humans, animals, and ecosystems. Additionally, the disposal of manufacturing waste, including industrial by-products and packaging materials, further exacerbates environmental pollution by contaminating landfills, water bodies, and natural habitats.

(তদুপরি, উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলি প্রায়ই বিপজ্জনক রাসায়নিক এবং গ্রিনহাউস গ্যাস, বিষাক্ত পদার্থ এবং বস্তুকণার মতো দূষণকারী পদার্থ নির্গমনের সাথে জড়িত থাকে। এই নির্গমনগুলি বায়ু, পানি এবং মাটির দূষণে অবদান রাখে, যা মানুষের, প্রাণীর এবং বাস্তুতন্ত্রের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে। এছাড়াও, উৎপাদন বর্জ্য নিঃসরণ, যার মধ্যে শিল্প উপজাত এবং প্যাকেজিং উপকরণ অন্তর্ভুক্ত, ল্যান্ডফিল, জলাশয় এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থল দূষিত করে পরিবেশ দূষণকে আরও তীব্র করে।)

Furthermore, manufacturers have a significant influence on consumer behavior through advertising, product design, and pricing strategies. They often prioritize profit maximization over environmental sustainability, promoting consumption-driven lifestyles and disposable products that contribute to waste generation and resource depletion. Planned obsolescence, where products are deliberately designed to have a limited lifespan, encourages frequent replacement and exacerbates the environmental impact of manufacturing processes.

(তাছাড়াও, বিজ্ঞাপন, পণ্য নকশা এবং মূল্য নির্ধারণ কৌশলের মাধ্যমে প্রস্তুতকারকরা ভোক্তাদের আচরণে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। তারা প্রায়ই পরিবেশগত স্থায়িত্বের চেয়ে মুনাফা সর্বাধিককরণকে অগ্রাধিকার দেয়, ভোগবাদী জীবনধারা এবং একবার ব্যবহারযোগ্য পণ্য প্রচার করে যা বর্জ্য উৎপাদন এবং সম্পদের ক্ষয় বৃদ্ধি করে। পণ্য উৎপাদনে তাদের পরিকল্পিত কৌশল, যেখানে পণ্যগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে সীমিত আয়ুষ্কালের জন্য ডিজাইন করা হয়, ঘন ঘন প্রতিস্থাপনকে উৎসাহিত করে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবেশগত প্রভাবকে তীব্র করে তোলে।)

Critics may argue that consumers' demand drives production and, therefore, consumers share equal responsibility for environmental pollution. However, this viewpoint overlooks the power dynamics and decision-making processes within the manufacturing industry. While consumer preferences influence market trends, manufacturers ultimately control how goods are produced and marketed. They can choose to invest in sustainable technologies, reduce waste, and source raw materials responsibly, regardless of immediate consumer demand.

(সমালোচকরা হয়তো যুক্তি দিতে পারেন যে ভোক্তাদের চাহিদা উৎপাদনকে চালিত করে এবং তাই পরিবেশ দূষণের জন্য ভোক্তাদেরও সমান দায়িত্ব রয়েছে। তবে, এই দৃষ্টিভঙ্গি উৎপাদন শিল্পের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার ভারসাম্য এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিকে উপেক্ষা করে। ভোক্তাদের পছন্দ বাজারের প্রবণতাগুলিকে প্রভাবিত করে, তবে পণ্য কীভাবে উৎপাদিত এবং বাজারজাত করা হবে তা শেষ পর্যন্ত প্রস্তুতকারকেরাই নিয়ন্ত্রণ করে। তারা টেকসই প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ, বর্জ্য কমানো এবং দায়িত্বশীলভাবে কাঁচামাল আহরণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, ভোক্তার চাহিদার তোয়াক্কা না করেই।)

In conclusion, manufacturers bear the primary responsibility for environmental pollution due to their significant role in production processes, resource extraction, and waste management. Addressing environmental degradation requires concerted efforts to hold manufacturers accountable for their actions, promote sustainable production practices, and enact policies that prioritize environmental protection over short-term profits. By recognizing and addressing the role of manufacturers in pollution, we can work towards a more sustainable and environmentally conscious future.

(সর্বশেষে, উৎপাদন প্রক্রিয়া, সম্পদ আহরণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে পরিবেশ দূষণের জন্য প্রধান দায় প্রস্তুতকারকদের উপর বর্তায়। পরিবেশগত অবক্ষয় মোকাবেলা করতে প্রস্তুতকারকদের তাদের কাজের জন্য দায়বদ্ধ করা, টেকসই উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহন করা এবং স্বল্পমেয়াদী মুনাফার চেয়ে পরিবেশ সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। দূষণে প্রস্তুতকারকদের ভূমিকা স্বীকার করে এবং মোকাবেলা করে, আমরা একটি টেকসই এবং পরিবেশ সচেতন ভবিষ্যতের দিকে কাজ করতে পারি।)

02. Argumental Writing in English: 'It is not Unethical to Acquire Exceptionally High Financial Assets.'

[Combined 9 Banks & 1 Financial Institutions (Officer- General- 2023)]

The acquisition of exceptionally high financial assets often sparks debate regarding the morality and ethics of amassing vast amounts of wealth. Critics argue that it leads to inequality and exploitation, while proponents assert that wealth creation can drive economic growth, innovation, and societal benefits. This essay posits that it is not inherently unethical to acquire exceptionally high financial assets, provided that such wealth is obtained through legal, fair, and socially responsible means. The key arguments supporting this stance include the promotion of economic development, the incentivization of innovation, and the potential for significant philanthropic contributions.

(অসাধারণভাবে উচ্চ আর্থিক সম্পদ অর্জন প্রায়ই বিপুল পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহের নৈতিকতা নিয়ে বিতর্ক উত্থাপন করে। সমালোচকরা যুক্তি দেন যে এটি বৈষম্য এবং শোষণের দিকে নিয়ে যায়, অন্যদিকে সমর্থকরা দাবি করেন যে সম্পদ সৃষ্টি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন এবং সামাজিক সুবিধাগুলিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। আইনানুগ, ন্যায়সঙ্গত এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল উপায়ে অর্জিত হলে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সম্পদ অর্জন নিজে থেকে অনৈতিক নয় তা এই প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই অবস্থানকে সমর্থনকারী প্রধান যুক্তিগুলি হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উদ্ভাবনের প্রণোদনা এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মানবহিতৈষী অবদানের সম্ভাবনা।)

Firstly, wealth generation through innovation and entrepreneurship drives economic growth and societal progress. High financial assets often result from successful businesses that provide goods, services, and employment opportunities, thereby contributing to the overall economy. Wealthy individuals and corporations frequently invest in infrastructure, technology, and education, which can have far-reaching positive impacts on society. These investments create jobs, stimulate economic activity, and improve the quality of life for many. Without the incentive to accumulate wealth, the motivation to innovate and sustain economic growth would be difficult.

(প্রথমত, উদ্ভাবন এবং উদ্যোগের মাধ্যমে ধন সৃষ্টি করা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করে। অধিকাংশ অর্থনৈতিক সম্পদ সফল ব্যবসা থেকে উৎপন্ন হয়, যা পণ্য, সেবা, এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং সামাগ্রিক অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। ধনী ব্যক্তিগণ এবং কর্পোরেশনগুলো প্রায়ই অবকাঠামো, প্রযুক্তি, এবং শিক্ষার উন্নয়নে বিনিয়োগ করে, যা সমাজে সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই বিনিয়োগগুলি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, অর্থনৈতিক কার্যক্রম উৎসাহিত করে, এবং অনেকের জীবনের মান উন্নত করে। ধন পুঞ্জীভূত করার উদ্দীপনা ছাড়া, উদ্ভাবনের উৎসাহ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে।)

Secondly, the pursuit of high financial assets incentivizes innovation. Many technological advancements and groundbreaking products have been developed by entrepreneurs and companies driven by the potential for financial gain. This competitive spirit fosters creativity and problem-solving, leading to improvements that benefit society as a whole. For example, advancements in healthcare, technology, and renewable energy have often been spearheaded by wealthy entrepreneurs who were motivated by the potential for financial gain. Thus, the desire to acquire high financial assets can be a powerful catalyst for progress and innovation.

(দ্বিতীয়ত, উচ্চ অর্থনৈতিক সম্পদ অর্জনের প্রচেষ্টা উদ্ভাবনশীলতাকে উৎসাহিত করে। অনেক প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং অসাধারণ পণ্যসামগ্রী অর্থনৈতিক লাভের সম্ভাবনা দ্বারা চালিত হয়ে উদ্যোক্তা এবং কোম্পানীগুলি দ্বারা তৈরি হয়েছে। এই প্রতিযোগিতামূলক প্রবৃত্তি সৃজনশীলতা এবং সমস্যা সমাধানের উৎসাহ দেয়, যার ফলে পুরো সমাজ উপকৃত হয়।

Furthermore, individuals with exceptionally high financial assets have the potential to make significant philanthropic contributions. Many wealthy individuals and families establish foundations, donate to charities, and fund projects that address social issues such as poverty, education, and healthcare. The Bill and Melinda Gates Foundation, for instance, has made substantial contributions to global health, education, and poverty alleviation. Such philanthropic efforts can have a transformative impact on society, addressing issues that government and public funding alone may not be able to resolve effectively.

(এছাড়াও, অনেক আর্থিক সম্পদের অধিকারি ব্যক্তিগণ মানবতার সেবায় ব্যাপক অবদান রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। অনেক ধনী ব্যক্তি এবং পরিবার ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন, দান করেন, বিভিন্ন প্রজক্টে অর্থ দেন; এসকল কর্মকাণ্ড দারিদ্র, শিক্ষা, এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো সামাজিক সমস্যা সমাধানে অবদান রাখছে। যেমন, বিল এবং মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এমন জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টা সমাজে গঠনমূলক প্রভাব ফেলতে পারে, এবং সমাধান করতে পারে এমন সব বিষয় যেগুলো কেবল সরকার এবং সরকারী অনুদান সফলভাবে সমাধান করতে পারে না।)

Critics argue that extreme wealth accumulation can lead to inequality and social injustice. However, the ethicality of wealth accumulation depends on how it is acquired and utilized. As long as wealth is amassed through legal, transparent, and fair means, and not at the expense of others' rights and opportunities, it remains ethical.

(সমালোচকরা এই যুক্তি তুলে ধরেন যে সীমাহীন ধন সংগ্রহ অসামঞ্জস্য এবং সামাজিক বৈষম্যের দিকে চালিত করতে পারে। তবে, ধন পুঞ্জিভূত করার নৈতিকতা নির্ভর করে কীভাবে তা উপার্জন করা হয়েছে এবং কীভাবে তা ব্যবহৃত হয়েছে তার উপর। ধন যদি বৈধ, স্বচ্ছ, এবং ন্যায্যভাবে এবং অন্যের অধিকার এবং সুযোগের ক্ষতি করা ছাড়াই অর্জিত হয়, তবে এটির নৈতিক রয়েছে।

In conclusion, acquiring exceptionally high financial assets is not inherently unethical. When wealth is generated through innovation, hard work, and ethical practices, it can drive economic growth, inspire excellence, and enable philanthropy. Therefore, instead of condemning wealth accumulation, the focus should be on promoting ethical practices and accountability in wealth creation.

(পরিশেষে, বিপুল পরিমাণ ধন সংগ্রহ নিজে নিজে অনৈতিক নয়। উদ্ভাবনের মাধ্যমে, কঠোর পরিশ্রমে, এবং নৈতিক পদ্ধতিতে যখন ধন সৃষ্টি হয়, তখন এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে চালিত করতে পারে, উৎকর্ষতাকে উৎসাহিত করতে পারে এবং দানের সুযোগ প্রদান করতে পারে।)

03. Some people believe that computers are mice a hindrance than a help in today's world. Others feel that they are such indispensable tools that they would not be able to live or work without them. To what extent do you agree or disagree with these statements? Use your ideas, knowledge and experience and support your arguments with examples and with relevant evidence.

Computers have become ubiquitous in today's world, permeating nearly every aspect of our lives. The debate over whether they are more of a hindrance than a help is complex, reflecting diverse perspectives based on personal experiences and societal impacts. While some argue that computers can be distracting and even detrimental, the overwhelming evidence suggests that they are indispensable tools crucial for modern living and working.

Indispensable Tools for Productivity and Connectivity

One of the most compelling arguments for the indispensability of computers is their role in enhancing productivity and connectivity. In the workplace, computers enable efficient communication through emails, video conferencing, and collaborative software. Tasks that once took hours or even days can now be completed in minutes, thanks to word processing, spreadsheets, and database management systems. The automation of repetitive tasks frees up human resources for more complex and creative endeavors, significantly boosting productivity.

Moreover, computers have revolutionized access to information and learning. The internet, accessible primarily through computers, is a vast repository of knowledge, making research and education more accessible than ever. Online courses and educational platforms have democratized learning, allowing people from diverse backgrounds to acquire new skills and knowledge at their own pace.

Computers and Social Connectivity

Computers also play a crucial role in maintaining social connections. Social media platforms, instant messaging, and video calls have made it easier for people to stay in touch, regardless of geographical distances. This connectivity has been especially vital during events like the COVID-19 pandemic, where physical distancing necessitated virtual interactions to maintain personal and professional relationships.

Challenges and Potential Hindrances

However, it is essential to acknowledge the potential downsides of computer usage. The convenience and entertainment provided by computers can lead to excessive screen time, contributing to issues such as decreased physical activity, eye strain, and mental health challenges. Additionally, the distraction potential of social media and online entertainment can hinder productivity and focus, particularly among younger users.

Another concern is the digital divide, where unequal access to computers and the internet exacerbates social and economic inequalities. While urban and affluent populations may benefit immensely from computer technology, rural and underprivileged communities may be left behind, widening the gap in opportunities and development.

Balancing Benefits and Drawbacks

Despite these challenges, the benefits of computers far outweigh their potential drawbacks. The key lies in responsible and balanced usage. Educating users about healthy screen time habits, implementing digital literacy programs, and ensuring equitable access to technology can mitigate many of the negative aspects associated with computer use.

In conclusion, while computers can pose certain hindrances, their role as indispensable tools in modern society is undeniable. They enhance productivity, facilitate learning, and maintain social connections, making them integral to personal and professional life. Addressing the challenges associated with computer use through education and policy can further enhance their positive impact. Therefore, I strongly agree that computers are essential in today's world, and their benefits significantly surpass the potential downsides.

04. The environment problems facing today's world are so great that there is little ordinary people can do to improve the situation. Government and large companies should be responsible for reducing the amount of damage being done to the environment. To what extent do you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Environmental problems today are indeed monumental, ranging from climate change and deforestation to pollution and biodiversity loss. While it is true that government and large companies hold significant responsibility and capacity to mitigate environmental damage, it is not entirely accurate to claim that ordinary people can do little to improve the situation. A combined effort from all sectors of society is essential for meaningful environmental progress.

(আজকের পরিবেশগত সমস্যা সত্যিই বিশাল, যার মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন, বন উজাড়, দূষণ এবং জীববৈচিত্র্যের হ্রাস। একথা সত্য যে সরকার এবং বড় বড় কোম্পানিগুলোর পরিবেশগত ক্ষতি কমানোর জন্য উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব এবং ক্ষমতা রয়েছে, তবে এটি পুরোপুরি সঠিক নয় যে সাধারণ মানুষ পরিস্থিতির উন্নতিতে সামান্যই করতে পারে। পরিবেশগত অগ্রগতির জন্য সমাজের সব স্তরের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য।)

Government and Large Companies' Responsibility

Governments and large companies indeed hold significant responsibility and capacity to address environmental issues for several reasons:

1. Policy and Regulation: Governments have the authority to implement policies and regulations that can enforce environmental protection measures. For instance, laws limiting carbon emissions, promoting renewable energy sources, and protecting natural habitats are essential for large-scale environmental preservation.

   (পরিবেশ সুরক্ষার ব্যবস্থাসমূহ প্রয়োগ করার জন্য নীতি ও নিয়ম প্রয়োগের ক্ষমতা সরকারের রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কার্বন নির্গমন সীমিত করা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস উন্নতি করা এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থল রক্ষা করার জন্য আইনগুলি বৃহৎ পরিসরে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য।)

2. Resources and Influence: Large companies often have the financial resources and technological capabilities to invest in sustainable practices and innovations. For example, corporations like Tesla and Google have made significant investments in renewable energy and sustainable technologies, which have contributed to broader environmental benefits.

   (বড় কোম্পানিগুলোর প্রায়ই টেকসই অনুশীলন এবং উদ্ভাবনে বিনিয়োগ করার জন্য আর্থিক সম্পদ এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকে। উদাহরণস্বরূপ, টেসলা এবং গুগলের মতো কর্পোরেশনগুলো নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং টেকসই প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে, যা বিস্তৃত পরিবেশগত সুবিধায় অবদান রেখেছে।)

3. Scale of Impact: The operations of large companies and government actions can affect environmental outcomes on a much larger scale than individual actions. For instance, a single policy mandating the reduction of plastic use can significantly reduce pollution compared to individual efforts.

   (বড় কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম এবং সরকারি পদক্ষেপগুলো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার তুলনায় অনেক বড় পরিসরে পরিবেশগত ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্লাস্টিক ব্যবহারের হ্রাসের জন্য একটি একক নীতি দূষণকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে, যা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর।)

Role of Ordinary People

While the role of governments and large companies is undeniably crucial, dismissing the potential contributions of ordinary people overlooks the collective impact of individual actions:

1. Behavioral Change: Individuals can contribute to environmental conservation through daily habits such as reducing waste, recycling, conserving water, and using energy-efficient appliances. When these actions are adopted by a large number of people, the cumulative effect can be substantial.

   (বস্তুত, দৈনন্দিন অভ্যাস, যেমন বর্জ্য হ্রাস করা, পুনর্ব্যবহার করা, পানি সংরক্ষণ করা এবং শক্তি-সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার মাধ্যমে ব্যক্তি পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখতে পারে । যখন এই কার্যক্রমগুলো প্রচুর সংখ্যক মানুষ গ্রহণ করে, তখন সামগ্রিক প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।)

2. Grass[illegible]ts. Public awareness and grassroots movements can drive significant environmental change. For example, the global climate strikes initiated by youth activists like Greta Thunberg have pressured governments and corporations to take more serious actions against climate change.

(গনসচেতনতা এবং তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলন পরিবেশ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, গ্রেটা থুনবার্গ প্রতিষ্ঠিত যুব প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীজুড়ে জলবায়ু আন্দোলন সরকার ও কর্পোরেশনগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে চাপ প্রয়োগ করেছে।)

3. Consumer Choices: Individuals influence the market through their purchasing decisions. By choosing eco-friendly products and supporting companies with sustainable practices, consumers can drive demand for greener alternatives, encouraging more businesses to adopt sustainable practices.

(ব্যক্তি তার ক্রয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাজারে প্রভাব ফেলে। পরিবেশবান্ধব পণ্য বেছে নিয় এবং যেসকল কোম্পানীর কর্যক্রম পরিবেশবান্ধব তাদের সমর্থন করে ভোক্তাগণ গ্রীন বিকল্পগুলির জন্য চাহিদা প্রবর্তন করতে পারেন, এটি কোম্পানীগুলোকে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করার জন্য উৎসাহিত করবে।)

Relevant Examples

1. Plastic Waste Reduction: The global movement to reduce plastic waste has led to significant changes. Bans on single-use plastics in several countries and cities were often driven by public demand and individual advocacy.

(প্লাস্টিক বর্জ্য হ্রাসের জন্য বিশ্বজুড়ে অন্দোলনেরর ফলে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অনেকগুলি দেশ এবং শহরে একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিকের নিষেধাজ্ঞা সাধারণ জনগণের চাহিদা এবং ব্যক্তিগত প্রচারের ফলে দেওয়া হয়েছিল।)

2. Renewable Energy Adoption: In many regions, individuals installing solar panels on their homes have contributed to the growth of the renewable energy sector, complementing larger-scale efforts by companies and governments.

(অনেক অঞ্চলে, লোকজন ব্যক্তিগতভাবে সোলার প্যানেল তাদের বাসস্থানে ইনস্টল করার মধ্য দিয়ে তারা নবায়নযোগ্য শক্তি খাতের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে অবদান রেখেছেন, যা কোম্পানি এবং সরকারের বৃহৎ আকারের প্রচেষ্টার সাথে পরিপূরক হয়েছে।)

3. Community Initiatives: Local community projects, such as tree planting drives and local clean-up campaigns, have immediate environmental benefits and also raisen awareness about environmental issues.

(স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রকল্পগুলি, যেমন গাছ রোপন অভিযান এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিষ্কার অভিযান পরিবেশের কল্যাণ করেছে এবং পরিবেশ সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে।)

In conclusion, while governments and large companies have the resources and influence to implement broad and effective environmental policies, the role of ordinary people should not be underestimated. A combined effort from all sectors of society—government, corporations, and individuals—is essential for meaningful environmental progress. By working together, we can face the monumental environmental challenges facing our world today.

(পরিশেষে বলা যায় যে, যদিও সরকার এবং বড় কোম্পানিগুলির সম্পদ এবং প্রভাব রয়েছে বিস্তৃত এবং কার্যকরী পরিবেশ নীতি বাস্তবায়ন করার জন্য, তবুও সাধারণ মানুষের ভূমিকা খাটো করে দেখা উচিত নয়। সমাজের সমস্ত বিভাগের সরকার, কোর্পোরেশন, এবং ব্যক্তির সমষ্টিগত প্রচেষ্টা অর্থবহ পরিবেশ উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক। একসঙ্গে কাজ করে, আমরা আজকের পৃথিবীর বিশাল পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবেলা করতে পারি।)

05. **Whether in politics or in business, leaders of any group need to understand that learning to compromise is ultimately more important than winning." Discuss the extent to which you agree or disagree with the opinion stated above. Support your views with reasons and/or examples from your own experience, observations of reading.**

In both politics and business, the ability to compromise is often more crucial than simply striving to win. I strongly agree with the assertion that learning to compromise is ultimately more important than winning, as sustainable leadership and long-term success depend on collaboration and mutual respect.

(রাজনীতি ও ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই আপোষ করার ক্ষমতা কেবল জয়ের চেষ্টা করার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি দৃঢ়ভাবে একমত যে আপোষ করতে শেখা জয়ের চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ টেকসই নেতৃত্ব ও দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য সহযোগিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করে।)

Politics and Compromise

In politics, leaders must represent diverse populations with varying interests. Achieving progress often requires finding common ground among conflicting viewpoints. For instance, successful legislation usually involves negotiation and concessions from all parties involved. The bipartisan cooperation that led to the passing of the Civil Rights Act of 1964 in the United States exemplifies how compromise can lead to significant and lasting societal change.

(রাজনীতিতে, নেতাদের বিভিন্ন স্বার্থসহ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। অগ্রগতি অর্জনের জন্য প্রায়ই বিভিন্ন মতামতের মধ্যে সাধারণ ভিত্তি খুঁজে বের করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, সফল আইন প্রণয়ন সাধারণত সকল পক্ষের আলোচনার এবং ছাড় দেওয়ার উপর নির্ভর করে। ১৯৬৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিভিল রাইটস অ্যাক্ট পাস করার জন্য দ্বিদলীয় সহযোগিতা-আপোষ কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থায়ী সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে তার উদাহরণ।)

Business and Compromise

In business, leaders who understand the importance of compromise foster a more collaborative and productive environment. Companies thrive when leaders prioritize teamwork and inclusivity over authoritarian decision-making. For example, in successful mergers and acquisitions, negotiating terms acceptable to both parties ensures a smoother integration process and long-term success.

(ব্যবসায়, নেতারা যারা আপোষের গুরুত্ব বোঝেন তারা আরও সহযোগিতামূলক এবং কার্যকরি পরিবেশ গড়ে তোলেন। কোম্পানিগুলি তখনই উন্নতি লাভ করে যখন নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিগণ কর্তৃত্ববাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেয়ে দলবদ্ধ কাজ এবং অন্তর্ভুক্তিকে অগ্রাধিকার দেন। উদাহরণস্বরূপ, সফল একত্রীকরণ এবং অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, উভয় পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করা মসৃণ একত্রীকরণ প্রক্রিয়া এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য নিশ্চিত করে।)

Balancing Vision and Flexibility

While maintaining a clear vision is essential, leaders must balance this with flexibility. Mahatma Gandhi's leadership during India's independence movement demonstrates the power of unwavering principles combined with strategic compromise. His commitment to nonviolence was non-negotiable, yet he displayed remarkable flexibility in negotiations with British authorities.

(পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা অপরিহার্য হলেও, নেতাদের এটি নমনীয়তার সাথে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব অনড নীতির সাথে কৌশলগত আপোষের শক্তি প্রদর্শন করে। অহিংসার প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি ছিল আপোষহীন, তবুও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনায় তিনি অসাধারণ নমনীয়তা প্রদর্শন করেছিলেন।)

Personal Experience

In my own experience leading team projects, I found that prioritizing compromise over pushing my ideas led to better outcomes. Shifting from a dominant approach to one that incorporated team members' suggestions improved morale and productivity of the team members, ultimately achieving the project's goals more effectively.

(আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় দলীয় প্রকল্প পরিচালনা করতে গিয়ে, আমি দেখেছি যে আমার ধারণাগুলি চাপিয়ে দেওয়ার চেয়ে আপোষকে অগ্রাধিকার দেওয়া ভালো ফলাফল নিয়ে এসেছে। কতৃত্বমূলক পদ্ধতি থেকে সরে এসে দলীয় সদস্যদের পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত করার ফলে দলীয় সদস্যদের মনোবল এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করেছিল, যা শেষ পর্যন্ত প্রকল্পের লক্ষ্যগুলো আরও কার্যকরভাবে অর্জন করতে সাহয্য করেছিল)

In conclusion, the ability to compromise is vital for leaders in politics and business. It fosters collaboration, innovation, and sustainable success by accommodating diverse perspectives and building a foundation of trust. Balancing steadfast principles with strategic flexibility is the hallmark of effective leadership.

(সংক্ষেপে, রাজনীতি এবং ব্যবসায় নেতাদের জন্য আপোষ করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে সামঞ্জস্য করে এবং বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরি করে সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং টেকসই সাফল্যকে উৎসাহিত করে। দৃঢ় নীতিমালা এবং কৌশলগত নমনীয়তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই কার্যকর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য।)

06. "In order to force companies to avoid practices that are considered harmful for the environment, society should rely primarily on consumer action such as refusal to buy products rather than government intervention.

Discuss the extent to which you agree or disagree with the opinion stated above. Support your views with reasons and/or examples from your own experiences, observations and/ or readings. [BASIC Bank Ltd., January, 2012]

The notion that consumer action, such as boycotting products, should be relied upon more heavily than government intervention to compel companies to adopt environmentally and socially responsible practices is a topic of debate. While consumer action can be a powerful force for change, it is not always sufficient on its own to address systemic issues. Therefore, I disagree with the notion that society should primarily rely on consumer action over government intervention.

Consumer action, such as boycotting products, can indeed send a powerful message to companies about the demand for sustainable practices. When consumers collectively refuse to support companies that engage in harmful practices, it can lead to reputational damage, decreased sales, and ultimately, changes in corporate policies. For example, the rise of consumer awareness about plastic pollution has led to a growing demand for plastic-free alternatives, prompting many companies to rethink their packaging strategies.

However, consumer action has its limitations. It requires widespread awareness, education, and collective action, which may be challenging to achieve across diverse populations. Additionally, consumer preferences can be influenced by factors beyond environmental concerns, such as price, convenience, and brand loyalty. As a result, the impact of consumer action alone may be inconsistent and insufficient to drive widespread change across industries.

Government intervention, on the other hand, plays a crucial role in setting regulations, enforcing compliance, and providing incentives for companies to adopt environmentally and socially responsible practices. Regulations such as environmental standards, labor laws, and corporate governance requirements provide a baseline level of accountability for companies and level the playing field for businesses that prioritize sustainability. Additionally, government policies can encourage innovation, investment in green technologies, and collaboration between public and private sectors to address complex environmental and social challenges.

In conclusion, while consumer action can be a powerful catalyst for change, it should not be relied upon as the sole mechanism to promote corporate responsibility. Government intervention is necessary to establish a regulatory framework and create incentives for companies to prioritize sustainability and social responsibility. By combining consumer action with effective government policies, we can work towards a more sustainable and equitable future for both business and society.

07. Climate change is now an accepted threat to our planet, but there is not enough political action of control excessive consumerism and pollution. Do you agree or disagree?

Climate change poses an existential threat to our planet, with overwhelming scientific evidence confirming its reality and urgency. However, despite widespread acknowledgment of this crisis, there remains a glaring lack of sufficient political action to address the underlying drivers of environmental degradation, namely excessive consumerism and pollution.

Consumerism, driven by a culture of mass consumption and materialism, fuels the relentless production and consumption of goods, leading to resource depletion, waste generation, and pollution. From single-use plastics clogging our oceans to carbon emissions from industrial processes, the environmental impact of consumerism is pervasive and profound. Yet, efforts to curb excessive consumption and promote sustainable alternatives are often hindered by vested interests, economic incentives, and societal norms that prioritize growth and profit over environmental sustainability.

Similarly, pollution, whether in the form of air, water, or soil contamination, poses significant threats to ecosystems, biodiversity, and human health. Despite mounting evidence of the detrimental effects of pollution on the environment and public health, regulatory measures to mitigate pollution are often insufficient or inadequately enforced. Industries responsible for pollution may resist regulations that could impact their bottom line, lobbying against stricter environmental policies and perpetuating a cycle of environmental degradation.

Political action to address these challenges is hindered by various factors, including the influence of powerful industries, competing economic interests, and short-term political considerations. While some progress has been made through international agreements such as the Paris Agreement, these efforts often fall short of the transformative changes needed to mitigate climate change and pollution effectively.

To confront the dual crises of climate change and pollution, a paradigm shift in political will and public policy is imperative. This entails implementing ambitious and enforceable regulations to limit carbon emissions, reduce pollution, and promote sustainable consumption and production practices. Additionally, fostering public awareness, education, and advocacy is essential to mobilize support for meaningful action on these pressing environmental issues.

In conclusion, while climate change and pollution are widely recognized as existential threats to our planet, addressing these challenges requires decisive political action to curb excessive consumerism, mitigate pollution, and transition towards a more sustainable and equitable future. Failure to act decisively risks irreversible damage to the environment, jeopardizing the well-being of current and future generations.

8. "Some environmental problems are too big to be managed by individual persons or individual countries. Global concerted effort is required to deal with this issue." To what extent do you agree or disagree with the above statement? Discuss. [GTCL-2016] [Basic Bank Ltd.: 2013]

I strongly agree with the assertion that certain environmental problems surpass the capabilities of individual persons or countries to manage effectively. Indeed, many environmental challenges, such as climate change, biodiversity loss, and ocean pollution, are inherently global in nature, transcending national borders and requiring coordinated action on a global scale to address adequately.

One of the key reasons why global concerted effort is necessary to tackle these issues is the interconnectedness of the Earth's ecosystems and the complex interactions between human activities and the environment. Climate change, for example, is driven by greenhouse gas emissions from various sources, including energy production, transportation, and deforestation. These emissions have far-reaching consequences, affecting weather patterns, sea levels, and ecosystems worldwide. Similarly, the loss of biodiversity threatens the stability and resilience of ecosystems, with cascading effects on food security, water quality, and human health.

Moreover, many environmental challenges require collaborative solutions that transcend national boundaries and involve multiple stakeholders, including governments, businesses, civil society, and international organizations. For instance, efforts to mitigate climate change require coordinated action to reduce emissions, transition to renewable energy sources, and adapt to the impacts of a changing climate. Similarly, addressing ocean pollution necessitates global cooperation to reduce plastic waste, regulate fishing practices, and protect marine habitats.

Furthermore, the unequal distribution of environmental resources and impacts underscores the need for global solidarity and equity in environmental management. Developing countries, often disproportionately affected by environmental degradation, may lack the resources and capacity to address these challenges alone. Therefore, international cooperation and support are essential to ensure that all countries have the means to protect the environment and promote sustainable development.

However, while global concerted effort is necessary, it is not always sufficient to address environmental problems effectively. Political barriers, conflicting interests, and lack of enforcement mechanisms can hinder progress on global environmental agreements and initiatives. Additionally, the principle of national sovereignty can sometimes impede international cooperation on environmental issues, as countries prioritize their own interests over collective action.

In conclusion, while some environmental problems may seem insurmountable for individual persons or countries to manage alone, global concerted effort is essential to address these challenges effectively. By working together collaboratively and inclusively, we can foster a more sustainable and resilient planet for current and future generations.

09. Some argue that Bangladesh should reduce its dependency on foreign debt and internally finance its infrastructural project, whereas, others argue that internal financing of significant volume shall put great stress on our economy and adversely affect our financial system." Which of the above opinions do you support? Discuss with reasons and/or examples [Dhaka Bank 2016]

Both perspectives on reducing Bangladesh's dependency on foreign debt and internally financing infrastructural projects have valid points, but a balanced approach is necessary to ensure sustainable economic development.

Supporting the argument for reducing dependency on foreign debt and internally financing infrastructural projects has its merits. Relying less on foreign borrowing can mitigate the risks associated with high levels of debt, such as vulnerability to economic shocks and fluctuations in exchange rates. Additionally, internal financing can promote fiscal discipline and self-reliance, encouraging the government to prioritize investments based on domestic resources and revenue generation. By tapping into domestic sources of funding, Bangladesh can also avoid the burden of servicing external debt, including interest payments, which can drain valuable resources that could otherwise be invested in social development programs or poverty alleviation initiatives.

However, it's crucial to acknowledge the potential drawbacks of solely relying on internal financing for large-scale infrastructure projects. Bangladesh's economy may face limitations in terms of the availability of domestic resources and the capacity of the financial system to absorb significant volumes of investment. Internal financing of infrastructural projects on a large scale could strain the economy, leading to inflationary pressures, crowding out private investment, and exacerbating fiscal deficits. Moreover, if internal resources are insufficient to meet the funding requirements of major projects, there's a risk of delays or compromises in project quality, ultimately hindering economic growth and development.

A balanced approach that combines internal financing with strategic external borrowing may offer the most viable solution. By leveraging both domestic resources and foreign capital, Bangladesh can optimize its financing options while minimizing risks and maximizing benefits. Strategic borrowing from international sources, such as multilateral development banks or bilateral partners, can provide access to funds at favorable terms while also facilitating technology transfer, capacity building, and knowledge sharing. Meanwhile, internal financing can be prioritized for projects with high social and economic returns, ensuring optimal utilization of domestic resources.

In conclusion, while reducing dependency on foreign debt and internally financing infrastructural projects is a commendable goal, it's essential to consider the potential trade-offs and risks associated with each approach. A balanced strategy that combines internal and external financing can help Bangladesh achieve its development objectives while safeguarding the stability and sustainability of its economy in the long run.

11. There is a strong supposition that quality of Education is declining in Bangladesh. Do you agree with this supposition? Please write an essay providing reasons behind your conclusions. [Janata Bank Ltd.: AEO January, 2015]

When the issue about whether or not the quality of education in Bangladesh is declining is discussed, it arouses controversy. There are people on both sides of the argument who have very strong logics. Considering all the situation I want to assert that I am in favor of the argument.

To begin, there are many good reasons why people think that the quality of education in Bangladesh is declining. Firstly, the results in admission tests at the renowned public universities are shocking. For example, of a huge number of students scoring the highest GPA in the Higher Secondary Certificate (HSC) examination for some years now, the percentage of pass in the admission test at the Dhaka University hovers between 15 percent and 20 percent. Although they got GPA 5 in previous exams, they could not manage to score the minimum pass mark in the admission test of the University of Dhaka last year. Secondly, as some teachers of many schools and colleges are conducting separate coaching centers across the country, the quality of teaching in classrooms falls. Though teachers are government employees, they are not sincere enough to ensure quality teaching in the classrooms. If the teachers were sincere even in the coaching classes, the quality would not suffer in this way. Thirdly, leakage of question papers has been a common matter nowadays. The question papers of recruitment test, admission test, HSC, SSC, JSC, PSC are being leaked in return for bribe. So, students do not study properly and regularly thinking that they will get the question papers before the exam. Fourthly, our education system is totally theory based. There is a little scope of practical oriented knowledge. Rather in most of the cases, it is theoretical. Many private universities are teaching things theoretically by showing pictures on projector without providing required practical classes. Moreover, there are some universities who are selling certificates for earning money. So, students of solvent family do not study well since they can buy the certificate with money. Last but not the least, from the perspective of Bangladesh, learning has been boring for our students. The students of our country are forced to choose the subject. They do not get priority to choose one among science, arts and commerce. So they cannot learn earnestly.

Some people will go against the argument of the question. They state that the unprecedented high achievement by our students at the secondary and higher secondary levels proves that the standard of education in Bangladesh is increasing.

In conclusion, I strongly support that the topic is highly propitious for our present as well as future generation provided we take sensible precautionary measures to limit the adverse consequences.

12. Self-employment is a better way of developing career. Discuss. {Jibon Bima Life Insurance Ltd: 2009}

Self-employment offers a compelling avenue for career development, providing individuals with autonomy, flexibility, and the opportunity to pursue their passions and interests. While traditional employment models have their merits, self-employment offers unique advantages that can lead to personal and professional fulfillment.

Self-employment offers a multitude of benefits that appeal to individuals seeking autonomy, flexibility, and fulfillment in their careers. One of the primary advantages is the autonomy to make independent decisions and shape one's professional path. Self-employed individuals have the freedom to choose their projects, clients, and work schedules, allowing them to align their work with their personal values and interests. Additionally, self-employment offers flexibility in terms of work hours and location, enabling individuals to balance professional commitments with personal responsibilities and pursuits. This flexibility is particularly valuable for caregivers, parents, or those pursuing further education. Moreover, self-employment provides opportunities for creativity and innovation, as individuals have the freedom to pursue their passions and explore new ideas without the constraints of traditional employment structures. Financial benefits can also be significant, with self-employed individuals having the potential to earn higher incomes and build wealth through entrepreneurship, freelancing, consulting, or online businesses. Furthermore, self-employment fosters a sense of ownership and empowerment, as individuals take control of their careers and work towards their own goals and aspirations. Overall, self-employment offers a pathway to personal and professional fulfillment, enabling individuals to create meaningful and rewarding careers on their own terms.

Self-employment encompasses a wide array of tasks and activities across various industries, providing individuals with the opportunity to leverage their skills and talents in diverse ways. One type of self-employed task involves freelancing, where individuals offer specialized services to clients on a contract basis. This could include writing articles, designing websites, providing consulting services, or offering graphic design expertise. Another type of self-employed task revolves around entrepreneurship, where individuals start and manage their own businesses. This may involve launching a tech startup, opening a small restaurant, or running an e-commerce store. Consulting tasks entail providing expert advice and guidance to businesses and organizations in specific areas such as management, marketing, or finance. Additionally, self-employment in creative pursuits involves tasks such as photography, painting, writing, or music composition, where individuals express their creativity and talent through various mediums. Online businesses involve tasks related to e-commerce, digital marketing, content creation, and customer service, catering to a global audience through digital platforms. These different types of self-employed tasks highlight the diversity of opportunities available to individuals seeking to build their careers on their own terms.

In conclusion, self-employment offers a compelling pathway for career development, characterized by autonomy, flexibility, opportunities for growth, and the potential for financial success. While it requires initiative, creativity, and perseverance, self-employment can be a rewarding and fulfilling choice for those seeking to take control of their careers and realize their full potential.

13. Critically discuss the statement that high interest rate is hindering the private sector investment in Bangladesh. [BDBL, Officer, 2014]

High-interest rates in Bangladesh undoubtedly present a significant barrier to private sector investment, exerting a stifling effect on economic growth and development. Several key factors contribute to this phenomenon, each deserving critical examination.

Firstly, high-interest rates increase the cost of borrowing for businesses, reducing their profitability and constraining their ability to invest in expansion, innovation, and job creation. Small and medium-sized enterprises (SMEs), in particular, face challenges accessing affordable credit, limiting their capacity to contribute meaningfully to economic growth and employment generation.

Secondly, high-interest rates deter potential investors from initiating new ventures or expanding existing operations. The prospect of borrowing at prohibitively expensive rates diminishes the attractiveness of investment opportunities, leading investors to adopt a cautious approach or seek alternative markets with lower borrowing costs. Consequently, capital flight and reduced investment appetite impede the diversification and modernization of Bangladesh's economy.

Moreover, high-interest rates undermine the competitiveness of Bangladeshi businesses in both domestic and international markets. Elevated borrowing costs inflate production expenses, rendering local products less competitive compared to imports from countries with lower financing costs. This diminishes export competitiveness, hampers foreign exchange earnings, and exacerbates trade imbalances, stifling economic growth and development.

Additionally, high-interest rates contribute to a cycle of debt accumulation and financial distress among borrowers. Businesses burdened with exorbitant debt servicing obligations allocate a substantial portion of their revenues to repay loans, limiting their capacity to invest in productive activities or withstand economic shocks. This debt overhang perpetuates financial vulnerability, inhibiting sustainable growth and resilience in the private sector.

Addressing the challenge of high-interest rates requires a multifaceted approach. The government and central bank must pursue prudent monetary policies aimed at reducing borrowing costs while maintaining macroeconomic stability. This may involve implementing interest rate reduction measures, enhancing credit allocation mechanisms, and fostering a conducive business environment that encourages investment and entrepreneurship.

Furthermore, enhancing financial inclusion initiatives and promoting alternative financing options, such as venture capital and equity financing, can provide businesses with viable alternatives to traditional bank loans. Additionally, measures to improve the efficiency and transparency of the financial sector, including addressing non-performing loans and enhancing credit risk management practices, can contribute to lowering lending rates and stimulating private sector investment.

In conclusion, high-interest rates pose a significant impediment to private sector investment in Bangladesh, stifling economic growth, and hindering development. Addressing this challenge requires concerted efforts to reduce borrowing costs, enhance access to finance, and improve the overall efficiency and competitiveness of the financial sector. By implementing targeted reforms and policies, Bangladesh can create an environment conducive to investment, entrepreneurship, and sustainable economic prosperity.

13. "The success of banking sector to Bangladesh largely depends on improving the prevailing loan default culture." Discuss. [Bangladesh Bank, Ass. Officer: 2016]

The prevailing loan default culture in Bangladesh presents a significant challenge to the success and stability of the banking sector. Addressing this culture of default is essential for ensuring the sector's sustainability, fostering economic growth, and maintaining investor confidence. Several key factors illustrate the critical importance of improving the loan default culture in Bangladesh's banking sector.

Financial Stability and Soundness

The high rate of loan defaults undermines the financial stability and soundness of banks in Bangladesh. Non-performing loans (NPLs) tie up banks' capital, reducing their capacity to lend to productive sectors of the economy. This situation not only hampers economic growth but also exposes banks to liquidity and solvency risks. Moreover, excessive NPLs can erode investor confidence and destabilize the entire financial system.

Efficiency and Profitability

The prevalence of loan defaults negatively impacts the efficiency and profitability of banks. Resources allocated to recovering defaulted loans could be better utilized for lending to creditworthy borrowers or investing in technology and innovation. Additionally, provisioning for bad debts reduces banks' profitability, limiting their ability to generate returns for shareholders and invest in expansion and development initiatives.

Credit Culture and Risk Management

Improving the loan default culture is crucial for promoting a healthy credit culture and enhancing risk management practices within the banking sector. Banks need to strengthen their due diligence processes, credit assessment frameworks, and monitoring mechanisms to mitigate the risk of default. This includes implementing robust credit scoring models, conducting comprehensive borrower assessments, and monitoring borrowers' financial health throughout the loan tenure.

Economic Growth and Development

A sound and vibrant banking sector is essential for driving economic growth and development in Bangladesh. Access to credit enables businesses to invest in expansion, innovation, and job creation, ultimately fueling economic prosperity. However, the prevalence of loan defaults constrains banks' lending capacity, stifling entrepreneurship and hindering economic progress.

Investor Confidence and Market Reputation

Investor confidence and market reputation are closely linked to the banking sector's ability to manage risks and maintain asset quality. A persistent loan default culture tarnishes banks' reputations, making them less attractive to investors and depositors. Restoring confidence in the banking sector requires concerted efforts to address the root causes of loan defaults and strengthen risk management frameworks.

In conclusion, the success of Bangladesh's banking sector hinges on improving the prevailing loan default culture. Addressing this challenge is crucial for enhancing financial stability, efficiency, and profitability, as well as fostering economic growth and maintaining investor confidence. By promoting a culture of responsible lending and prudent risk management, Bangladesh's banking sector can contribute significantly to the country's socio-economic development and prosperity.